ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স -১৮০১
আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মগ্রহণ করায় আমরা গর্বিত ঃ মুখ্যমন্ত্রী

শ্রদ্ধায় ও স্মরণে আজ উদযাপিত হলো পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে দুপুরে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে আয়োজিত হয় রাজ্য পর্যায়ের মূল অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ছিলেন একজন রাষ্ট্রপুরুষ। তিনি প্রখর শিক্ষাবিদ এবং রাষ্ট্রবাদী ব্যক্তি ছিলেন। সমাজের শেষ প্রান্তে অবস্থানকারী অধিকাংশ ব্যক্তির কাছে সমাজের সুফল যাতে পৌঁছায় সে কাজটা করেছেন পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। অসময়ে তাঁর মৃত্যু হলেও তাঁর জীবনের সময়কালে সমগ্র বিশ্বের সামনে তিনি এক নতুন মতবাদ রেখে যান। সেটা হচ্ছে একাত্ম মানববাদ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ থেকে মানুষ যখন ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছিল তখনই পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ভারতবাসীকে এক নতুন পথ দেখান, সেটা হচ্ছে একাত্ম মানববাদ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি গর্ববোধ করেন পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এই সব শ্লোগানগুলি একাত্ম মানববাদকে আদর্শ করে তৈরি করা হয়েছে। একাত্ম মানববাদ থেকেই অন্ত্যোদয় শব্দটি এসেছে যার অর্থ হচ্ছে দেশের সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থানকারী ব্যক্তিটির কাছে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। একাত্ম মানববাদের মূল তত্ব হচ্ছে নিজে শোষিত না হওয়া, অন্যকে শোষণ না করা এবং সরকারি সকল সুবিধা সমাজের সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থানকারী ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে আগেও অনেক প্রধানমন্ত্রী গ্রাম, গরিব, কৃষকের জন্য সুব্যবস্থার কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে গ্রাম গরিব ও কৃষকমুখী ব্যবস্থা রূপায়ণ করেছেন দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি দেশের কৃষকদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার মাধ্যমে কৃষকদের একাউন্টে সরাসরি তিন কিস্তিতে ৬ হাজার টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। এই প্রকল্পে রাজ্যের ২লক্ষ ১৫ হাজার কৃষকের একাউন্টে টাকা পৌঁছে গেছে। গ্রামের উন্নয়নে পঞ্চায়েতে ৮০ লক্ষ টাকা সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানববাদের দিশারী দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানববাদ দর্শনকে আদর্শ করে সমাজের অন্তিম ব্যক্তির নিকট পৌঁছানোর কাজ করেছেন। গরিবদের জন্য জনধন একাউন্ট চালু করে দিয়েছেন। যার মধ্যে দিয়ে গরিবদের কাছে সরাসরি বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা পৌঁছে যাচ্ছে।

২য় পাতায়

তিনি জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ এবং ৩৫ (এ) ধারা বিলোপ করার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, যা ৭০ বছরের মধ্যে হয়নি বর্তমানে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তা বিলোপ করে এক অখন্ড ভারতবর্ষ গঠন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমগ্র বিশ্বের বাজারে যখন মন্দা চলছে তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার কর্পোরেট কর হ্রাস করার মত ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাতে বিদেশি কোম্পানীগুলি ভারতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হবেন। এরফলে উপকৃত হবেন ভারতের জনগণ। এই সিদ্ধান্তে ভবিষ্যতে ৭ থেকে ৮ লক্ষ কোটি টাকা ভারতের বাজারে আসবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ এক নতুন দিশায় এগিয়ে যাচ্ছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানববাদ দর্শনকে প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। প্রতিটি ব্যক্তির নিকট যখন এই আর্দশ পৌঁছে যাবে তখন সর্বশ্রেষ্ঠ ভারত বা সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় বলেন, ভারতবর্ষ হলো বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। এই বৃহৎ গণতন্ত্রকে সব থেকে ভাল গণতন্ত্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত পথে সবাইকে এক সাথে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমেরিকার সফরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জানান, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এভাবে বিশ্বের দরবারে ভারতীয়দের মানকে এক উল্লেখযোগ্য জায়গায় তিনি নিয়ে গেছেন। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ এবং ৩৫ (এ) ধারা বিলোপের বিষয়টিও তুলে ধরেন তার ভাষণে। এই ধারাগুলির কারণে কাশ্মীরের মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং শান্তির পরিবেশ তাকে মুগ্ধ করেছে। অনুষ্ঠানে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে একটি সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অরবিন্দ মাহাতো।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এম এল দে বলেন, ভারতবর্ষকে উন্নতির শিখরে পৌঁছানো এবং প্রত্যেকটি নাগরিকের মুখে হাঁসি ফোটানো ছিল পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের স্বপ্ন। আজকের এই দিনে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের স্বপ্ন পূরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং সচেষ্ট হতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সহসভাপতি সুভাষ দেব। উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাসও। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার ঐতিহ্যগত কুটির শিল্পের তৈরি একটি স্মারক উপহার কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়'র হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে দীনদয়াল উপাধ্যায়কে নিয়ে একটি তথ্য চিত্র প্রদর্শীত হয়।

*****